রাতে রাবি ছাত্রলীগের দুপক্ষের উত্তেজনা

রাবি প্রতিনিধি
১৪ নভেম্বর ২০২৩, ০৯:১১ এএম

ছবি: আমাদের সময়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) একটি আবাসিক হলের সিট নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।গতকাল সোমবার রাত আটটার দিকে নবাব আব্দুল লতিফ হলে এ ঘটনা ঘটে। পরে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ঘটনাস্থলে গিয়ে রাত দেড়টার দিকে বিষয়টির সমাধান করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, হলের ৩২২ নম্বর কক্ষে থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী বিবেক সাহা। তিনি হল শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি শামীম হোসেনের রাজনীতি করতেন। পরে বিবেক সাহাকে নামিয়ে ওই কক্ষে অন্য একজন শিক্ষার্থীকে তুলে দেন রাবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুর অনুসারী তাফকিফ আল তৌহিদ নামের এক ছাত্রলীগ নেতা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।

এই নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে রাবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সমস্যা সমাধান করতে রাত সাড়ে ১১টার পরে ওই হলে যান। তারা রাত দেড়টার দিকে সমস্যার সমাধান করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এ সময় তারা সবাইকে শান্ত থাকতে বলেন।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ঘটনাস্থলে বহিরাগতরাও উপস্থিত ছিলেন। তারা নবাব আব্দুল লতিফ হলের সভাপতি শামীম হোসেনের সমর্থনে এসেছিলেন। উপস্থিত থাকা বহিরাগতরা হলেন- মহানগর শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হাসনাইন মুত্তাকি বিস্ময়, সহ-সভাপতি অনিক মাহমুদ বনি ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সৌরভ শেখ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কেন প্রবেশ করেছেন তা জানতে চাইলে সহ-সভাপতি হাসনাইন মুত্তাকি বিস্ময় বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছিলাম বিনোদপুরে নাকি শিবির ককটেল ফাটিয়েছে, তাই ওইদিকে গিয়েছিলাম। পরে শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয়েও তখন একটা ইস্যু সৃষ্টি হয়েছে, তাই সেখানেও গেছিলাম। পরে চলে এসেছি। আমাদের কেউ ডাকেনি।’

সিট থেকে নামিয়ে দেওয়া শিক্ষার্থী বিবেক সাহা বলেন, ‘তৌহিদ (শামীমের অনুসারী) আমাকে ডেকে সিট ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে ওই সিটে অন্য এক শিক্ষার্থীকে তুলে দেওয়ার কথা বলে। তখন আমি তাকে আমার রাজনীতি করার বিষয়টি বলি এবং সিট ছাড়তে অস্বীকৃতি জানাই। পরে তৌহিদ আমার সিট থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে দিয়ে অন্য একজনকে ওই সিটে তুলে দেয়। সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক এসে আলোচনা করে বিষয়টির সমাধান করে দিয়েছেন।’

এ বিষয়ে রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবু বলেন, ‘হলে সিট নিয়ে ছোট একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমি আর সেক্রেটারি গিয়ে সমাধান করে দিয়েছি। আর কোনো সমস্যা নাই।’